সংবাদ

তারিখ ...30 MAR 2007...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...৩...

ঢাকা : শুক্রবার ১৬ চৈত্র ১৪১৩
Dhaka : Friday 30 March 2007

সম্পাদকীয়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্রের দলীয় রাজনীতি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রের বরাত দিয়ে রাজধানীর এক ইংরেজি দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনীতি স্থগিত করতে যাচ্ছে। উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, এ ব্যাপারে সরকার ইউজিসি থেকে প্রস্তাবের অপেক্ষায় আছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর আসাদুজ্জামান বলেন, তারা এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করছেন। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি স্থগিত করার বিষয়টি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত একটি খসড়া আইন ৫ এপ্রিলের মধ্যে তৈরি করা হবে।

বর্তমানে দেশের ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলছে। প্রয়োজন হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন-কানুন বদল করে একটি অভিন্ন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বলেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের স্বায়ত্তশাসনের অজুহাতে প্রতিবছর সরকারি অর্থের অপব্যবহার করে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক ও একাডেমিক পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে। খসড়া আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয় বাড়ানোর কথা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ফি বাড়ানোর উদ্যোগের কথাও থাকবে। গত মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইউজিসির কাছে ৪টি বিষয়ে তথ্য ও প্রতিবেদন দ্রুত চাওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো– প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতির তদন্ত প্রতিবেদন, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের এডিপি ও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিন্ন নিয়োগ, পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশনের অভিন্ন নীতিমালা।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় রাজনীতি বন্ধ করার দাবিটি বহু পুরনো। দেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি সুযোগ পেলেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ফোরামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলতেন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই তাতে কর্ণপাত করত না। রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসেবে ছাত্র সংগঠনের রীতি প্রবর্তন করেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। এর মাধ্যমে ছাত্র সংগঠনগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হয়ে পড়ে। এরপর থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের মধ্যেও দলীয় রাজনীতি স্থায়ী রূপ পায়। এসবের ফলে ছাত্র ভর্তি, হোস্টেলে সিট, শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও ভিসি নিয়োগে দলীয় রাজনীতি বিস্তার লাভ করেছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশের চরম অবনতি হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ, গোলাগুলি এবং মাঝে মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার মাধ্যমে সেসনজট ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এখন প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সেসনজট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজনীতির কারণে উপাচার্য নিয়োগটিও দলীয় প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে শিক্ষানুরাগী সবাই এখন উপাচার্য নিয়োগের নিয়ম-কানুন বদলানোর দাবি করছেন। বর্তমানে যেভাবে উপাচার্য নিয়োগ করা হচ্ছে, তা কিছুতেই চলতে দেয়া উচিত হবে না।

ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার দাবি বর্তমান রাষ্ট্রপতিও করছেন। গত কয়েক বছরে দেখা গেছে, ছাত্ররাজনীতি একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ছাত্র ক্যাডার ও নেতারা দলের নাম ভাঙিয়ে টেন্ডারে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে ভাড়াটে বাহিনী হিসেবেও কাজ করেছে। ১৯৮৬ সাল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর অনিচ্ছার কারণে বিষয়টি বেশিদূর এগুতে পারেনি। এখন সবদিক বিবেচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমদানি করার জন্য শিক্ষক থেকে শুরু করে ভিসি নিয়োগ ও দলীয়করণের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছেন। তবে শুধু আইন করে শিক্ষক-ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকেও অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখতে হবে।